ফুল্লকেতুরপালা

রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী

সংকলন ও সম্পাদনা

অনিমেষ গোলদার

দিয়া পাবলিকেশন

Fullaketur Pala

by : *Rudraprasad Chakraborty*

Published by
Diya Publication, 44/1A Beniatola Lane, Kolkata-700009
Phone : 9830444918 / 6291811415
e-mail : diyapublication@gmail.com
Website : www.diyapublication.com
facebook : Diya Publication

ISBN : 978-93-82094-09-8

প্রথম প্রকাশ : জুলাই, ২০২১

মূল্য ১৪০.০০

'ফুল্লকেতুর পালা' : নারী চরিত্রের পর্যালোচনা
কেয়া চট্টোপাধ্যায়
৮৬
দুই ক্লাসিক চরিত্র : মুরারি ও ভাঁড়ু
বিশ্বজিৎ সরকার
৯৮
'ফুল্লকেতুর পালা' নাটকের সংলাপ
অরুণ কুমার সাঁফুই
১০৭
'ফুল্লকেতুর পালা' : নামকরণ
দেবশ্রী ঘোষ বিশ্বাস
১১৩
'ফুল্লকেতুর পালা' : হাস্যরস
জয়সীমা বিশ্বাস
১১৯
'ফুল্লকেতুর পালা' : লোকনাট্য থেকে বিশ্বনাট্যে উত্তরণ
শুচিস্মিতা মেদ্যা
১২৮
'ফুল্লকেতুর পালা' : নাটকের অপ্রধান পুরুষ চরিত্র
চন্দনা মজুমদার
১৩২

'ফুল্লকেতুর পালা' নাটকের সংলাপ

অরুণ কুমার সাঁফুই

সংলাপ নাটকের অপরিহার্য অঙ্গ। দার্শনিক অ্যারিস্টটল তাঁর 'পোয়েটিক্স' গ্রন্থে সংলাপকে বলেছেন 'Diction' বা বাচন। সংলাপ নাটকের প্রাণশক্তি। সংলাপ নাটকের কোশগ্রন্থি। সংলাপের নিটোল বুননে গড়ে ওঠে নাটকের শরীর। নাটকের কাহিনিবৃত্ত, নাট্যদ্বন্দ্ব, পরিস্থিতি ও চরিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে সংলাপের ভূমিকা অনস্বীকার্য। সংলাপ নির্মিত হয় চরিত্রের পারস্পরিক কথোপকথন, চরিত্রের মেধা-মনন, বয়স, লিঙ্গ, পেশা, সামাজিক অবস্থান, পদমর্যাদা প্রভৃতির উপর নির্ভর করে। চরিত্রানুযায়ী ভাষা, আঞ্চলিক রীতির উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য এবং চরিত্রের অবস্থান ভেদে, বয়স ভেদে, লিঙ্গ ভেদে ভাষা-সংলাপ-নিভাষা-প্রায়ভাষা বদলে বদলে যায়। নাটক দৃশ্য পরম্পরায় গড়ে ওঠে ও তার চরিত্র ধর্মে থাকে কাব্যগুণ। সম্ভবত এই বৈশিষ্ট্যের নিরিখে ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রে নাটককে বলা হয়েছে 'দৃশ্যকাব্য'।

নাটকের সংলাপে কাব্যগুণ থাকাটা নাটকের স্বাভাবিক স্বভাবধর্ম। আমাদের আলোচ্য 'ফুল্লকেতুর পালা' নাটকের নাট্যসংলাপ লিখিত হয়েছে কাব্যের সুললিত আধারে। যদিও এটিকে কাব্যনাট্য বলা যাবে না। গদ্য সংলাপে কাব্যের সুরপ্রবাহ, কবিতার কাব্যপঙ্‌ক্তি, পালা গানের ঢঙ, কথকতা, পাঁচালি ও পয়ার সংলাপের মিলিত সিম্ফণী লক্ষণীয়; যা দেশজ লৌকিক আভরণে সৌরভিত।

রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তীর 'ফুল্লকেতুর পালা' নাটকটি ২০০০ সালের ১ অক্টোবর 'বহুরূপী' পত্রিকার ৯৪ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। নাট্যকার রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী এ নাটক সম্পর্কে লিখেছেন—

> ২০০০ সালে আমার ফুল্লকেতুর পালা নাটকটি বহুরূপীতে পড়া এবং ছাপার ব্যবস্থাও করেন কুমারদা। তার দু বছর পরের কাহিনি তো ইতিহাস হয়ে গেছে। 'বহুরূপী' হৈ-হৈ করে এ নাটক মঞ্চস্থ করেছে। এবং কুমারদার নির্দেশনার গুণে ২০০৪ সালে পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির নির্বাচনে শ্রেষ্ঠ নাটকের সম্মান পেয়েছে ফুল্লকেতুর পালা। আর আমি শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের পুরস্কার পেয়েছি। কিন্তু কেউ জানে না নাটকের প্রথম দৃশ্যের লেখক কুমারদা। নাটকটিকে শক্তিশালী অর্থবহ করার জন্য হর-পার্বতীর ধান চাষের দৃশ্যটি সম্পূর্ণ তাঁর সংযোজন, যা আমার নাটকে ছিল না। কনিষ্ঠ অখ্যাত এক নাট্যকারের প্রতি অগ্রণী নাট্যব্যক্তিত্বের এ এক স্নেহের দুর্লভ নিদর্শন।[১]

নির্দেশক কুমার রায় কথিত 'পালা গানের বৈশিষ্ট্য' এ নাটকের সংলাপে পুরো মাত্রায় রক্ষিত হয়েছে। 'ফুল্লকেতুর পালা' নাটকের কাহিনি গৃহীত হয়েছে মুকুন্দ চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে'র আখেটিক খণ্ড হতে। মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যের আখ্যান আধুনিক নগরনাট্যে নতুন